কলকাতা হাই কোর্ট

মহামান্য বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত

তপন কুমার রায় বনাম স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল

সি আর আর - 2017 সালের 47, 23/11/2022-এ নিষ্পন্ন

ফৌজদারি কার্যবিধি (1974 সালের 2), ধারা 173(8)- ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা - আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য - তথ্যদাতা এবং তার স্ত্রী আদালতের আদেশের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বাড়িতে তাদের নাতিকে দেখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথমে তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং তারপর তাদেরকে মারধর করায় জখম ও রক্তপাত ঘটে।অভিযুক্তের বাড়িতে অভিযোগ করা ঘটনাটি ঘটেছিল, যখন সে বাড়িতে উপস্থিত ছিল না - এফআইআরএ অভিযুক্তের এমন কোন প্রকাশ্য কাজ প্রকট নয় যার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে রয়েছে - কেবল এফআইআর-এ কোনও ব্যক্তির নাম অভিযুক্ত করা তদন্তকারী সংস্থাকে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিতে বাধ্য করে না - মামলার পরিস্থিতি এমন প্রকৃতির ছিল না যা আরও তদন্তের দাবী করে - ম্যাজিস্ট্রেট যথাযথভাবে পুলিশকে আরও তদন্তের নির্দেশ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। এ. আই. আর 2006 এস. সি 1937:2006 ক্রিমিনাল এলজে 2468 (এসসি)- 2013 ক্রিমিনাল এলজে 754 (এসসি) র অনুসারী:2013 এ আই আর এস সি ডাব্লিউ অনুসৃত

(অনুচ্ছেদ 15,17,18)

উল্লেখিত মামলাঃ	কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদ
2019 সিআরআই এল জে 2578 (কে এ আর)	অনুচ্ছেদ নং (9)
এ আই আর অনলাইন 2018 সিএএল 1670	অনুচ্ছেদ নং (7)
এ আই আর অনলাইন 2020 এসসি 900	অনুচ্ছেদ নং (11)
2018 সিআরআই এল জে 4609	অনুচ্ছেদ নং (8)
2013 ক্রইমিনাল এলজে 754 (এসসি):2013 এআইআর এসসিডব্লিউ 220 (অনুসারী)	অনুচ্ছেদ নং (13)
এ. আই. আর 2006 এস. সি 1937:2006 সিআরআই এলজে 2468 (এসসি) (অনুসারী)	প্যারা নং (13)
এআইআর 1997 এসসি 3876:1997 ক্রিমিনাল এলজে 4636 (এসসি):	
1997 এ আই আর এসসিডব্লিউ 3801	অনু নং (10)

আইনজীবীদের নাম

বাদীপক্ষেরঃ কমলেশ চন্দ্র সাহা, পায়েল মিত্র; প্রতিবাদী পক্ষের ঃ স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন দে, উদয় শঙ্কর চ্যাটার্জি, সুমন শঙ্কর চ্যাটার্জি, শান্তনু মাজি, তৃষা রক্ষিত।

1. আদেশঃ এই আবেদনটি ফৌজদারি কার্যবিধির 401 ধারার অধীনে এবং ফৌজদারি কার্যবিধির 482 ধারার সঙ্গে পঠিত, যা বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৩য়

কোর্ট শ্রীরামপুর, হুগলি দ্বারা জিআর মামলা নং 1-এর সাথে সম্পর্কিত একটি আদেশের বিরুদ্ধে পাস করা হয়েছে। 2015 সালের 1389 নং মামলাটি শ্রীরামপুর থানা কেস নং 367 তারিখ ০৭.০৮.২০১৫ আইপিসির ৩৪১/৩২৩/৫০৬/৩৪ ধারা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

2. সংক্ষেপে, এই মামলার বিষয়বস্তু হল বাদী, বিরোধী পক্ষ নং 2,3 এবং 4 এর বিরুদ্ধে আই. পি. সি-র ৩৪১/৩২৫/৫০৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধের অভিযোগে শ্রীরামপুর থানার আইসির কাছে ০৭.৮.২০১৫ তারিখে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং তদন্ত শেষ হওয়ার পর বিরোধী পক্ষ নং 2 ছাড়া দুই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হয়। একটি প্রতিবাদী পিটিশন (সি আর পি সি ১৭৩ (৮) ধারায়) বর্তমান বাদী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দায়ের করেছিলেন।বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সকল পক্ষের কথা শুনে বিচার্য আদেশটি পাস করেন এবং বাদীর দ্বারা Cr.P.C এর 173 (8) ধারায় দায়ের করা আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন।।

3. বিচার্য আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে এবং বর্তমান ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদনটি দায়ের করা হয়েছে।

4. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এই আদালতে পেশ করেছেন যে বিপরীত পক্ষ নং 2 আরোপিত অপরাধের প্রধান অভিযুক্ত এবং এফআইআরএ তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।তদন্তকারী অফিসার তাকে যে ভিত্তিতে মামলা থেকে অব্যাহতি দিচ্ছেন তা দুরভিসন্ধিপ্রসূত।পুলিশ সঠিকভাবে তদন্ত করেনি এবং মিথ্যা চার্জশীট জমা দিয়েছে।বিচার্য আদেশে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের মতামত অবৈধ এবং অসঙ্গত।বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের সি আর পি সি 173 (8) ধারার বিধানের অধীনে আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল।

5. বিরোধী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে বিচার্য আদেশটি দিয়ে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কোন ভুল করেনি।বিতর্কিত আদেশটি যুক্তিসঙ্গত এবং তার বক্তব্য পরিষ্কার।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ।.O দ্বারা বর্তমান বিরোধী পক্ষ নং-২এর বিরুদ্ধে কোনও উপকরণ সংগ্রহ করা হয়নি। তাই তাকে পাঠানো হয়নি।

6.সরকার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী এই আদালতে বলেছেন যে বিচার্য আদেশটি কোনওভাবে অবৈধ বা অসঙ্গত নয়।

7. বাদীপক্ষের উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী তাঁর যুক্তির সমর্থনে কিছু সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে সুমন বল বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 2018 (4) এ. আই. সি. এল. আর 406 (সি. এ. এল): (এ. আই. আর. অনলাইন 2018 সি. এ. এল 1670)এ প্রকাশিত।এই

উদ্‌ধৃত মামলায় কলিকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে,

29. উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে, আমি বিবেচনা করছি যে, বিজ্ঞ বিচারককে আইনের 173 ধারার অধীনে জমা দেওয়া পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হোক যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয় কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে/ আবেদনকারীকে এমন অধিকার প্রদান করা তাদের স্বার্থে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার অধীনে মৌলিক অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত সুষ্ঠু বিচারের অধিকার থাকে যা ভারতের সংবিধানের 21 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে।

8. বাদী এই আদালতের আরেকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন ইন্দ্রনীল মুখার্জি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অপরজন 2018 (4) এ. আই. সি. এল. আর 395 **(2018 সি. আর. আই) এল.** জে। 4609) (সি. এ. এল) মামলায় । এই উদ্‌ধৃতিতে মাননীয় আদালত উল্লেখ করেছেন যে, আরও তদন্ত - প্রত্যাখ্যান - তদন্তকারী সংস্থা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা সত্ত্বেও মেডিকেল প্রমাণ বিবেচনা না করে অভিযুক্তকে চার্জশিটে না পাঠিয়ে দায়সারাভাবে তদন্ত পরিচালনা করে - ম্যাজিস্ট্রেটও চার্জশিটে অভিযুক্ত একজনের বিরুদ্ধে বিচার করার সময় কেস ডাইরি-তে রাখা পুলিশ কাগজপত্রগুলিও উপেক্ষা করেছিলেন এবং আরও তদন্তের জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ভুল করেছিলেন - একজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছে, আরেকজন - যে অভিযোগকারীকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে অভিযুক্ত - তার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়নি - অভিযোগকারী অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার বিষয়ে তথ্য ও নোটিশ পাওয়ার পরেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়েছিলেন - ম্যাজিস্ট্রেটের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে পুলিশ দ্বারা চার্জশিট জমা দেওয়ার পরে আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার এবং ধারা 173 (2) এর অধীনে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়াটা সংযোজিত চার্জশীট জমা দেওয়ার অন্তরায় নয় - ম্যাজিস্ট্রেটের আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক কারণ আদেশটিকে বহাল রাখলে তা হবে পুলিশকে সীমাহীন ক্ষমতা দেওয়ার তূল্য যাতে তারা যে কোন ব্যক্তিকে তদন্তের আওতা থেকে ছাড় দিতে পারে এবং তাতে করে তদন্তকারী অফিসারের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে যিনি একজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করেছেন এবং উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভাবে অন্যজনের নাম চার্জশীটে না রেখে তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

9. তিনি আরেকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন 2019 (2) এ. আই. সি. এল. **আর 874: (2019 সি. আর.** আই এল. জে 2578) (কর্ণাটক) এম রুবিন ব্রিটো বনাম পুলিশ

পরিদর্শক, কুডুথিনী থানা, বেল্লারি এবং অন্যান্য মামলাটিতে। এই উদ্ধৃতিটিতে বলা হয়েছে যে -

27. এটা স্পষ্ট যে ম্যাজিস্ট্রেট এবং উচ্চতর আদালতও ফৌজদারী দণ্ডবিধির ধারা 173 (8)-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে কোন বিষয়ের আরও তদন্তের জন্য এবং আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার সময় অবশ্যই উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হবে এবং যদি কোনও তদন্ত ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে ম্যাজিস্ট্রেট বা উচ্চতর আদালত আরও তদন্তের নির্দেশ দেবে।

10. বাদীপক্ষের বিজ্ঞ উকিল আরেকটি সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করেছেন (1997) 7 এস সি. সি 614: (এ. আই. **আর 1997 এস সি** 3876)-এ রিপোর্ট করা । এই উদ্ধৃত রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে -

চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ এবং মামলাটি চুকে যাওয়ার পরেও ম্যাজিস্ট্রেটের আরও তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।একাধিক ত্রুটির কারণে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন ছিল যা তথ্যদাতার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের নজরে আনা হয়, কিন্তু তিনি তদন্তের নির্দেশ দেন এই বলে যে পূর্ববর্তী আদেশটি পর্যালোচনা করার কোনও ক্ষমতা তাঁর ছিল না।এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর উপর ন্যস্ত আইনী এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।তাঁকে দুটি আদেশে আদেশটি পুনর্বিবেচনা করতে হয়নি।যে বিষয়ে আরও তদন্ত করার ক্ষমতা সি আর পি সি 173 (8) ধারাবলে তার ছিল।

11. বাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আইপিসির ধারা 149 এবং 34-এর মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।বিরোধী পক্ষ নং ২ দ্বারা অভিযুক্ত অপরাধ করার ক্ষেত্রে সাধারণ অভিপ্রায় এবং সাধারণ উদ্দেশ্য রয়েছে। তাই বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। তাঁর যুক্তির সমর্থনে তিনি 2021 (1) এ. আই. সি. এল. আর 363 (এস সি): (এ. আই. আর. অনলাইন 2018 সি. এ. এল 1670)-এ প্রকাশিত শীর্ষ আদালতের একটি সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উপরের উদ্ধৃতিটিতে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে -

আইপিসির ধারা 149 এবং ধারা 34-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ অভিপ্রায় এবং সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য হল একটি গোষ্ঠীর পৃথক সদস্যদের পরোক্ষ দায়বদ্ধতার উপলব্ধি করার মানসিকতা, এই দুটি বিধানের মধ্যে তাদের পার্থক্য রয়েছে।আইপিসি-র ধারা 34-এর জন্য সক্রিয় উপলব্ধি এবং মানসিক প্রাক-প্রস্তুতি প্রয়োজন, আইপিসি-র ধারা 149 কেবল বেআইনি সমাবেশের কারণে দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করে।এই ধরনের

সাধারণ উদ্দেশ্য সাধারণত পরোক্ষভাবে ব্যক্তিদের আচরণ থেকে অনুমান করা হয় এবং খুব কমই এটি সরাসরি প্রমাণের মাধ্যমে করা হয়।

12. আমি উদ্‌ধৃতিতে মূল উল্লেখগুলি পড়েছি; সেগুলি প্রত্যাশিত।মামলার বর্তমান তথ্য এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নীতিগুলি প্রযোজ্য কিনা তা আমাকে বিবেচনা করতে হবে।

13. বিচার্য রায় থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (2006) 4 এস. সি. সি 359 : (এ. আই. আর. 2006 এস. সি. 1937) (মিনু কুমারী এবং আরেকজন বনাম **বিহার রাজ্য ও অন্যান্য)তে** এবং 2013 (5) এস. সি. সি. 762: (2013 ক্রি এলজে 754) (এসসি) (বিনয় ত্যাগী বনাম ইরশাদ আলিয়া ওরফে **দীপক এবং অন্যান্য)-তেও নির্ধারিত** নীতির ভিত্তিতে বিচার্য আদেশটি পাস করেছেনঃ বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত যে তিনি যদি তদন্তকারী সংস্থাকে আরও তদন্ত করার নির্দেশ না দেন তবে ন্যায়বিচার ব্যর্থ হবে না।

14. প্রতিটি ফৌজদারি তদন্তের একটি মূল নীতি যে প্রকৃত অভিযোগকারীর বক্তব্য শুনতে হবে।ফৌজদারি মামলার অবাধ এবং নিরপেক্ষ বিচার তখনই সম্ভব যখন অবাধ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হয়। এটা সত্য, তদন্ত পরিচালনা করার একমাত্র অধিকার রয়েছে আই ও-র, তবে এর অর্থ এই নয় যে প্রকৃত অভিযোগকারীর বক্তব্য শোনা হবে না।পরিস্থিতি মতো, যখন তদন্ত চলাকালীন, আই. ও-র মনে হয় যে এফ. আই. আর-টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন বা কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন, তখন আই. ও-কে অবশ্যই প্রকৃত অভিযোগকারীর কথা শুনতে হবে।

প্রতিটি ফৌজদারি তদন্তে প্রকৃত (অভিযোগকারীর) পরবর্তী কালের বিবৃতি রেকর্ড করা প্রসিকিউশন মামলাটিকে নষ্ট করে ফেলতে পারে বা মিথ্যা প্রভাব ফেলতে পারে।তদন্তকারী সংস্থার আবশ্যক কর্তব্য হল নির্দিষ্ট ফৌজদারি মামলার তদন্তের সীমা অতিক্রম না করা।সুতরাং, I.Oকে সেই বিশেষ মামলাগুলিতে আরও তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে যদি দেখা যায় যে I.O-র তরফে কোন ত্রুটি রয়েছে। এবং যখন তা এতটাই স্পষ্ট হয় যা নিরপেক্ষ তদন্তের ধারণাকে অসম্ভব করে তুলবে এবং ন্যায়বিচার ব্যার্থতায় পর্যবসিত হবে।

15. কেস ডায়রি এই আদালতে পেশ করা হয়েছে।কেস ডায়রি খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। এফআইআর থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রকৃত অভিযোগকারী এবং তার স্ত্রী বিরোধী পক্ষ নং ২-এর বাড়িতে গিয়েছিলেন মাননীয় হাইকোর্টের আদেশবলে তাদের নাতিকে দেখতে কিন্তু প্রথমে তাদের নাতির সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়নি যখন তারা ঢোকার চেষ্টা

করেন তাদেরকে ধাক্কাধাক্কি এবং তারপর মারধর করা হয় যার ফলে তাদের আঘাত এবং রক্তক্ষরণ ঘটে। আরও অভিযোগ যে বিরোধী পক্ষ নং 3 এবং 4 প্রকৃত অভিযোগকারীর স্ত্রীকে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করে।

16. অভিযোগের পিটিশনে ঘটনার সময়ে বিরোধী পক্ষ নং ২ -এর উপস্থিতির কথা বলা হয়নি।এই মামলার তদন্ত চলাকালীন প্রতিবেশীদের বিবৃতি ।.O দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল যাতে এটাও দেখা যাচ্ছে যে বিরোধী পক্ষ নং ২ অভিযুক্ত কথিত অপরাধ সঙঘটিত হবার সময়ে বাড়িতে ছিলেন না।সুতরাং, পুলিশের রিপোর্ট বিবেচনা করে মনে হচ্ছে যে বিরোধী পক্ষ ২-এর বিরুদ্ধে অভিযোগএর সমর্থনে কোনও প্রমাণ নেই।সুতরাং, তদন্তকারী অফিসারের মতামত সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্টে বিরোধী পক্ষ নং ২এর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে উপাদান খুঁজে না পাওয়ার কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন নয়।

17. এই মামলার পুরো পরিস্থিতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে কথিত ঘটনাটি বিরোধী পক্ষ নং ২এর বাড়িতে ঘটেছে তার অনুপস্থিতিতে।উপলব্ধ সাক্ষীরাও এই সত্যকে সমর্থন করে যে বিরোধী পক্ষ নং২ উপস্থিত ছিলেন না।এফআইআরে বিরোধী পক্ষ নং ২ দ্বারা কোনও সুস্পষ্ট কার্যকলাপের উল্লেখ নেই।

2. শুধুমাত্র এফ. আই. আর-এ কোনও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে কথিত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দিতে তদন্তকারী সংস্থা বাধ্য নয়।

18. সুপ্রিম কোর্ট এবং মাননীয় হাইকোর্টের নির্ধারিত নীতিগুলি এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করে আমার সুস্পষ্ট অভিমত যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের জারি করা বিচার্য আদেশটি্র বক্তব্য পরিষ্কার এবং এটি যুক্তিসঙ্গত উপলব্ধি এবং আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।এই মামলার পরিস্থিতি এমন নয় যা আরও তদন্তের আদেশ দাবী করে।

19. সুতরাং আমি বর্তমান ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার মামলাটি অনুমোদন করার কোনও সারবত্তা খুঁজে পাই না।

20. ফলস্বরূপ, বর্তমান ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার মামলাটি খারিজ করা হল।

21. এর সঙ্গে যুক্ত সিআরএএন অ্যাপ্লিকেশনগুলিও, যদি থাকে তবে নিষ্পন্ন করা হল।

22. বর্তমান ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার মামলাটি চলাকালীন এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন স্থগিতাদেশও নাকচ করা হল।

23. তদনুসারে, ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার নিষ্পত্তি করা হল।

পিটিশন নিষ্পন্ন হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।